বিদ্যুত

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবরঃ- বিশ্বের প্রতি পাঁচজনের মধ্যে এক জন এখনও আধুনিক বিদ্যুত পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। তিন বিলিয়ন মানুষের হেঁসেল চলে কাঠ জ্বালিয়ে। ফলে দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে। উন্নয়নও থাকছে অধরা। দিল্লিতে ওয়ার্ল্ড সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট সামিট (ডব্লিউএসডিএস)-এ বিশেষজ্ঞরা উন্নয়ন প্রসঙ্গে বিদ্যুতের এই হালচিত্র তুলে ধরেন। নয়াদিল্লির প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান টেরি (দ্য এনার্জি অ্যান্ড রিসোর্স ইন্সটিটিউট) আয়োজিত এই সম্মেলনে স্লোগানই রাখা হয়েছে, '২০১৫-র পরে মানুষ, পৃথিবী ও প্রগতি'। ৫ থেকে ৮ অক্টোবর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে এই সামিটে অংশ নিচ্ছেন।

২০১৫-র ২৫ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ২০৩০-এর মধ্যে সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি)-এ পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছিল। এবারের ডব্লিউএসডিএস-এ বিশেষজ্ঞরা সেবিষয়েই আলোকপাত করলেন বুধবার, সম্মেলনের প্রথম দিন। সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব অপ্রচলিত বিদ্যুত। তাঁদের মতে, গোটা দুনিয়াতেই বহু মানুষের কাছে এখনও বিদ্যুত পৌঁছে না দিতে পারাটা ব্যর্থতা। রাষ্ট্রসংঘের সাসটেনেবল এনার্জি ফর অল-এর বিশেষ প্রতিনিধি রাসেল কাইট বিষয়টি উল্লেখ করে ভারতে বিদ্যুত পরিস্থিতি নিয়ে কটাক্ষ করেন। তবে ভারতীয় বিদ্যুত মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব অরুণ কুমার ভার্মা জানান, ২০১৮-র মে মাসের মধ্যে দেশের প্রতিটি গ্রামে পৌঁছে যাবে বিদ্যুত। তবে, ভারতের প্রতিটি ঘরে ঘরে বিদ্যুত পৌছাবে ২০২২-এ। অস্ট্রিয়ার অপ্রচলিত শক্তিমন্ত্রকের অধিকর্তা মার্টিন হিলারের মতে, বিদ্যুত শক্তি সকলের মধ্যে পৌঁছে দিতে প্রতিটি রাষ্ট্রকেই সঠিক সময়ে সঠিক অর্থ সঠিক স্থানে খরচ করা উচিত। চারিদিকে সবুজ ধংশ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এদিনের আলোচনায় বাংলাদেশ প্রশংসিত হল বিশেষজ্ঞদের কাছে। নয়াদিল্লির এনার্জি অ্যান্ড রিসোর্সের ডিরেক্টর দেবজিত পালিতের মতে, সড়কের দুধারে সবুজায়ণে বাংলাদেশ বহু দেশকেই টেক্কা দিয়েছে। তাঁর সাফ কথা, সবুজায়ণে বাংলাদেশ ভারতের থেকে এগিয়ে রয়েছে।

ভারতে স্বচ্ছ ভারত অভিযান চললেও সেনিটেশনের ক্ষেত্রেও বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা ছিনিয়ে নিল বাংলাদেশ। টেরির ডিরেক্টর সুনীল পান্ডের মতে, সেনিটেশনে বাংলাদেশের অগ্রগতি অবশ্যই প্রশংসনীয়। একই ভাবে ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ আমলা এস বিজয়কুমার বাংলাদেশের মাইক্রো ক্রেডিটের প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। তাঁর মতে, গ্রামোন্নয়ণ বা দারিদ্র দূরীকরণ বড় সমস্যা হল ঋণদানে ব্যাঙ্কের অনিহা। কিন্তু বাংলাদেশে মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, গোটা দুনিয়াতেই জমির সমস্যাটাই বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বর্ষীয়াণ সাংবাদিক অরুল লুইস, গীতাঞ্জলী আইয়ার-এর তত্বাবধানে সামিটে আয়োজন করা হয়েছে মিডিয়া কলিকিয়াম। এই কলিকিয়ামে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলার সময় টেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অমিত কুমার মন্তব্য করেন, উন্নয়নের প্রধান শর্তই হচ্ছে এনার্জি। সেইসঙ্গে গ্রামাঞ্চলের সড় যোগাযোগও অত্যন্ত জরুরি।

(তরুণ চক্রবর্তী)